প্রশ্ন 1 ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটি (Preamble) কী? প্রস্তাবনাটি ব্যাখ্যা করো। 2+8

উত্তর

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা

মার্কিন সংবিধানের প্রস্তাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় সংবিধানেও একটি প্রস্তাবনা সংযোজন করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে—"আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং ভারতের সমস্ত নাগরিকের জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে; চিন্তা ও মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে; অবস্থা ও সুযোগের সমতা সৃষ্টি এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তিমর্যাদা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য সৌভ্রাতৃত্বের প্রসারকল্পে আজ 1949 সালের 26 নভেম্বর সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্প নিয়ে এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

প্রস্তাবনাটির বিশ্লেষণ

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটি বিশ্লেষণ করে পাই—

[1] **আমরা ভারতের জনগণ:** 'আমরা ভারতের জনগণ' শব্দটির অর্থ হল জনগণই প্রকৃত অর্থে সংবিধানের রচয়িতা। কেন-না গণপরিষদ হল জনগণের প্রতিনিধি এবং জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

[2] **ভারত সার্বভৌম:** ভারত স্বাধীন। তাই ভারত সার্বভৌম। ভারত কোনো বহিঃশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তাই ভারতের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা আছে। আবার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারতের আইনই চূড়ান্ত বলে ভারতের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতাও আছে।

[3] **ভারত সমাজতান্ত্রিক দেশ:** ভারতীয় সমাজতন্ত্র হল এমন একটি মতবাদ ও রাজনৈতিক আন্দোলন, যা সাধারণ বুর্জোয়া রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কারের সমন্বয় সাধন করেছে। এর লক্ষ্য ছিল ভারতকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করা।

[4] **ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র:** সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকার করা হয়েছে। তাই ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

[5] **ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র:** প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, ভারতে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—গণতন্ত্রের এই তিনটি আদর্শ রূপায়িত হবে। জনগণই নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করবে। তাই ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

[6] **ভারত সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র:** ভারতে কোনো সাংবিধানিক পদ উত্তরাধিকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত নয়। এই দেশে রাষ্ট্রপতিও পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তাই ভারত সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

[7] **ন্যায়বিচার:** ভারতীয় সংবিধানে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

[8] **স্বাধীনতা:** সংবিধানের প্রস্তাবনায় নাগরিকদের চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। এই স্বাধীনতা বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ছয়প্রকার মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

[9] **সাম্য:** সংবিধানের প্রস্তাবনায় মর্যাদা ও সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের 14-18 নং ধারায় তা কার্যকরী করা হয়েছে।

[10] **ভ্রাতৃত্ববোধ:** ভারতে নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা বর্ণের মানুষ বাস করেন। তাই সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রভৃতি ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার পথে যাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে, তার জন্য ভ্রাতৃত্ববোধ সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছে।

মূল্যায়ন: এই প্রস্তাবনাটি ভারতীয় সংবিধানের দর্পণ, যেখানে সংবিধানের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রস্তাবনাকেই বলা হয় ভারতীয় সংবিধানের প্রাণ।

Scanned with CamScanner